AKASHVANI (AIR)

RNU : KOLKATA

Bengali Text Bulletin

Date: 26.07.2024 Time: 7.35 A.M.

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি, কলকাতা সহ ৬ টি মহানগরে বন্যা পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনায় ২ হাজার ৫১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

২) দেশে বলবত্ হওয়া নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন নিয়ে আজ বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।

৩) সালিশি সভা বসিয়ে মহিলাকে নির্যতন সহ বিভিন্ন অভিযোগে ধৃত জামালউদ্দীনের সোনারপুরের বাড়িতে ভোর থেকে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

৪) নদিয়ার রানাঘাটের আনুলিয়ায় জোড়া খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

৫) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

কলকাতা সহ ৬ টি মহানগরে বন্যা পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনায় ২ হাজার ৫১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে এই কমিটি গতকাল নতুন দিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যে

বিপর্যয় মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনার একাধিক প্রকল্পে ছাড়পত্র দেয়। শ্রী শাহ ছাড়াও কমিটিতে আছেন অর্থ ও কৃষি মন্ত্রী এবং নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান।

কলকাতা ছাড়া অন্য শহরগুলি হল মুম্বই, ব্যাঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, আমেদাবাদ ও পুনে।

আরও যেসব প্রস্তাব উচ্চ পর্যায়ের কমিটি অনুমোদন করেছে, তার মধ্যে রয়েছে ৩১৫ টি সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় প্রবণ জেলার জন্য ৪৭০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা যুবা আপদা মিত্র স্কিম বা বিপদের সহায় যুব প্রকল্প। এনডিআরএফ থেকে এই যুবদের নেওয়া হবে। এজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তাদের।

রাজ্যের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ও পর্যটন কেন্দ্র গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ ভাঙন রুখতে আইআইটি চেন্নাইয়ের সাহায্য নেওয়া হবে। ভাঙন মোকাবিলায় অতীতেও তাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। সেইসময় একটি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরী করা হয়। এবার সাগরমেলার ১ থেকে ৫ নং স্নানঘাট পর্যন্ত সমুদ্রতট তীব্র ভাঙনের কবলে। পূর্ত দপ্তরের একটি কংক্রিটের রাস্তা, বিদ্যুতের খুঁটি, জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের জলের লাইন, অস্থায়ী দোকান, গাছপালা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে। এখনই ভাঙন রুখতে না পারলে আগামীতে ফের তলিয়ে যাবে কপিমুনির মন্দির। এই পরিস্থিতিতে ভাঙন কবলিত এলাকায় দুদিনের সমীক্ষা শুরু করেছে সেচ ও সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তর। গতকাল প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। ভাঙন এলাকা থেকে মাটি ও বালি সংগ্রহ করা হয়েছে। জোয়ার ও ভাঁটার সময় কতটা জলস্ফীতি হচ্ছে, তারও পরিমাপ চলছে। ইতমধ্যেই সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে উপগ্রহ-চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। পরের

সাগরমেলার আগে কিভাবে এই ভাঙন রোখা যায়, সেই পরিকল্পনা করছে সেচ দপ্তর। এই দু'দিনের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে সেচ দপ্তরের প্রধান সচিবের কাছে। তবে এলাকার ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত সামনের আরও দুটি বড় কটাল নিয়ে।

দেশে বলবত্ হওয়া নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন নিয়ে সরকার পক্ষ আজ রাজ্য বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনতে চলেছে। ১৬৯ ধারায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। এর ওপর আলোচনা চলবে দু দিন।

উল্লেখ্য, ভারতীয় দন্ড বিধি, ফৌজদারি দন্ড বিধি ও সাক্ষ্য আইনের জায়গায় গত পয়লা জুলাই দেশে বলবত্ হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন।

রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি।

রাজ্য বিধানসভায় তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম সংশোধনী বিল ২০২৪ গৃহীত হয়েছে। গতকাল বিলটি পেশ করে বিভাগীয় মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক বলেন, এই সংশোধনের ফলে তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে।

বিলের বিরোধিতা করে বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক বলেন, সংবিধান মেনে যথাযথভাবে কাজ করা গেলেই এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের উন্নয়ন সম্ভব। সেই কাজ রাজ্য সরকার কতটা করছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে তিনি তা জানতে চান।

বিলের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্যামল মন্ডল বলেন, ২০১১-য় ক্ষমতায় আসার পর থেকে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের কাজ করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।

সালিশি সভা বসিয়ে মহিলাকে শিকলে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় ধৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী জামালউদ্দীন সর্দারের সোনারপুরের বাড়িতে আজ ভোর থেকে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। মিলেছে মাটির নীচে গোপন কুঠুরির সন্ধান। জামালের প্রাসাদোপম বাড়িটি অন্যের জমি দখল করে তৈরি করা হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। তার বিরুদ্ধে তোলা আদায়, জোর জুলুম, মারধর, বন্য প্রাণী রাখার মত বহু অভিযোগ রয়েছে।

যদিও দলের সঙ্গে জামালের যোগ থাকার কথা অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলিতে ধৃত সোনা প্রতারণা চক্রের মূল পান্ডা সাদ্দাম সর্দারের কেওরাখালির বাড়ি থেকে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও নকল সোনার মূর্তি উদ্ধার করেছে। এই মূর্তিগুলি দেখিয়েই সাদ্দাম ও তার চক্রের লোকেরা প্রতারণা করত বলে অভিযোগ। কুলতলি থানার পুলিশ সাদ্দামকে সঙ্গে নিয়ে তার ঐ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এগুলি উদ্ধার করে।

নদিয়ার রানাঘাটের আনুলিয়ায জোড়া খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, গতকাল বেলা এগারোটা নাগাদ একটি ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে

বেরিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সুমন চক্রবর্তী। তারপর আর তাঁর সঙ্গে পরিবারের কারো যোগাযোগ হয়নি। সন্ধ্যায় বাড়ির লোক জানতে পারেন, সুমন এবং তাঁর গাড়ির চালক রূপক দাসকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। দুজনেরই শরীরের একাধিক জায়গায় ছিল কোপানোর ক্ষত এবং মাথায় গুরুতর আঘাত। নির্মীয়মাণ একটি বাড়ির ভেতর থেকে পুলিশ দুজনের দেহ উদ্ধার ক'রে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনাস্থলে যান পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা। নিহত সুমন চক্রবর্তী ও রুপক দাসের বাড়ি রানাঘাটেই। সুমন সুদের কারবারী ছিলেন বলে খবর।

পাঁচ বছর ধরে ঘরছাড়া এক কংগ্রেস কর্মীকে গাছে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে। অভিযোগের আঙুল, শাসক দলের দিকে। মানিক রায় নামে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী জানিয়েছেন, খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা। নদী থেকে বালি তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জমি দখলে বাধা ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে মানিকের ঝামেলা চলছিল। তাদের ভয়ে পরিবার নিয়ে পাঁচ বছর শিলিগুড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরেন গত রবিবার। তারপরই এই ঘটনা। পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে মানিককে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা। গাছে বেঁধে তাঁকে মারধর করা হয়। ভোরে মৃত্যু হয় মানিকের। এই ঘটনায় দুই মহিলা-সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের স্ত্রী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি-সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে তাদের। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। তবে পুলিশের দাবি, ঘটনাটির সঙ্গে

রাজনীতির কোনও যোগ নেই।প্রতিবেশীদের মধ্যে পুরনো গোলমালের জেরেই এই হত্যা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী ময়নাগুড়ির ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে এটাই রাজ্যের আসল চেহারা।

কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশের কর্মবিরতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। হাই কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীদের একাংশের তিনদিনের কর্মবিরতির জেরে কয়েকশো মামলার শুনানি হয়নি। ফিরে যেতে হয়েছে মামলাকারী ও বিচারপতিদের। গতকাল এ ব্যাপারে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক আইনজীবী। তাতে কর্মবিরতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি বাগচী তাঁদের কাজে ফিরতে বলেন। তিনি বলেন, ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনকে সম্মান করতে হবে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ওড়িশা এবং কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি ছিলেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৩ সালের ২১ শে জুলাই কলকাতায় যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযানে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার তদন্তে যে কমিটি গঠন করে, তার নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুতে এক্স হ্যান্ডেলে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

বকেয়া টাকা মেটানোর দাবীতে পূর্ব বর্ধমান জেলা নারেগা ভেন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে গতকাল বর্ধমান শহরের কার্জন গেট চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরে তারা জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন পেশ করে। সংগঠনের দাবি, ২০২০ সাল থেকে একশো দিনের কাজের নির্মান প্রকল্পে তারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে আসছে। কিন্ত চার বছর ধরে তাদের বকেয়া আটকে রাখা হয়েছে। বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

অরন্য সপ্তাহে বন দপ্তর এবং বিভিন্ন সংগঠনের বিলি করা গাছের চারা নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা গেলেও বিধায়করা উৎসাহী নন বলে বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা খেদ ব্যক্ত করেছেন। এ বছর দুজন মন্ত্রী সহ শাসক দলের মোট পাঁচ জন বিধায়ক চারা গাছ নিয়েছেন বলে গতকাল বিধানসভায় জানান তিনি। পরিবেশ রক্ষায় বিধায়কদের গাছ নেওয়ার ব্যাপারে অনীহার উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৪ থেকে বিশে জুলাই পর্যন্ত মন্ত্রী পুলক রায় ও জ্যোৎস্না মান্ডি সহ মাত্র পাঁচ জন বিধায়ক গাছ নিয়েছেন। বিজেপির কোন সদস্য আগ্রহ দেখাননি। বন মন্ত্রী বলেন, বিধায়ক পিছু এক হাজার গাছের চারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও গত বছরও কয়েকজন ছাড়া কেউ চারা গাছ নেননি।

মধুচক্র চালানোর অভিযোগে বর্ধমান থানার মেটেল ডিভিসি এলাকার একটি হোটেলের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ৭ মহিলা ও এক কিশোরীকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। ধৃত ম্যানেজার প্রশান্ত মালকে গতকাল পকসো আদালতে পেশ করা হলে চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক বর্ষা বনসল আগরওয়াল।

মহিলাদের নিরাপদে রাখার এবং কিশোরীকে হোমে পাঠানোর নির্দেশও দেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলী, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় তাদের বাড়ি। কিশোরীর গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করা হয়।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীয়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে মেয়েদের আটকে রাখার এবং মধুচক্র চালানোর খবর পেয়ে পুলিশ ঐ হোটেলে হানা দেয়। হোটেলের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ম্যানেজার ছাড়াও আরো দুজন এই মধুচক্র চালানোর সঙ্গে যুক্ত। বর্ধমান থানার আইসির অভিযোগের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু হয়েছে।

---------- ----------